‘গল্পে গল্পে আল কুরআন’ সিরিজ-১

# ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও পাখিগুলো

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

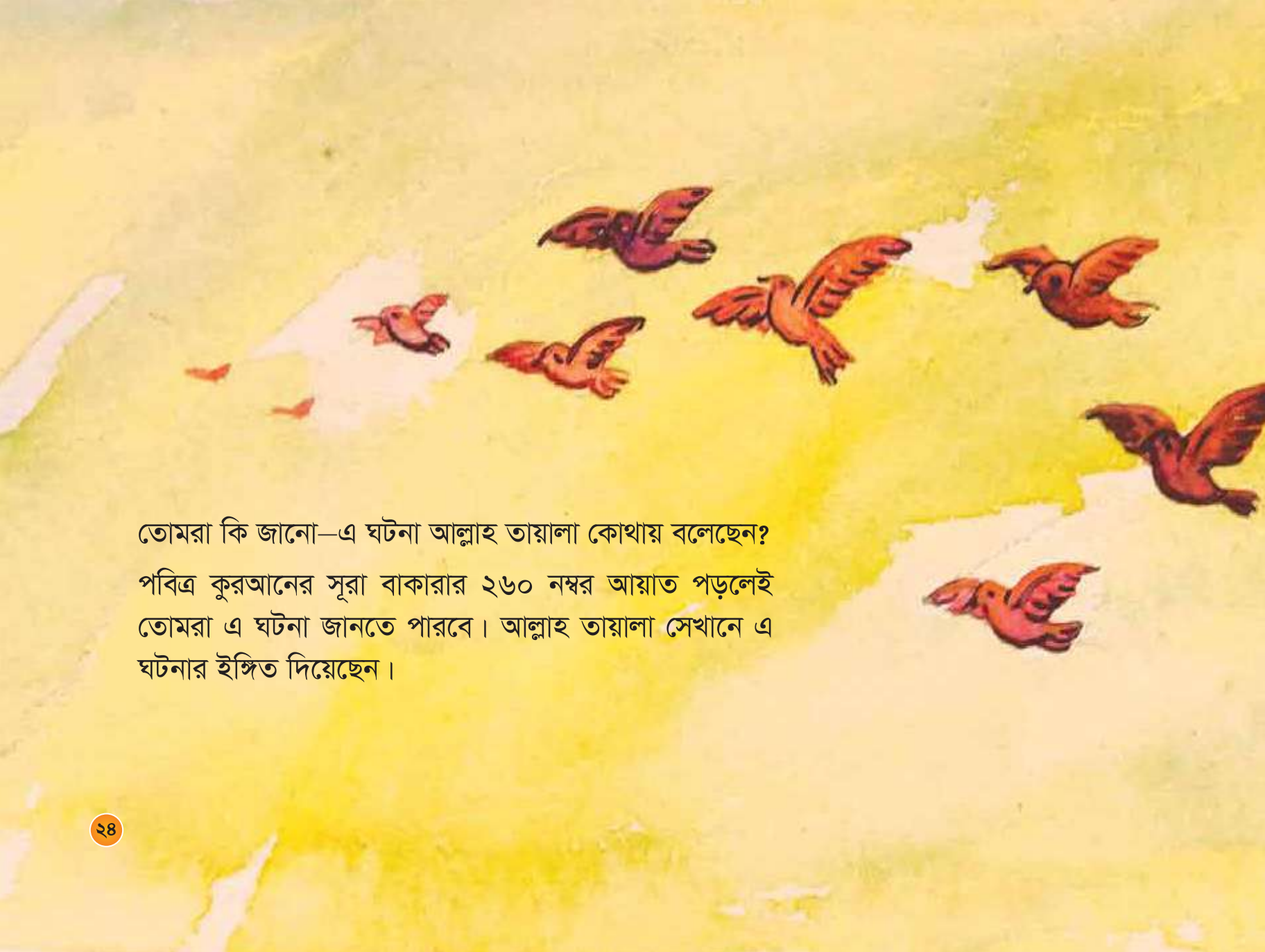

তোমরা কি জানো—এ ঘটনা আল্লাহ তায়ালা কোথায় বলেছেন?

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৬০ নম্বর আয়াত পড়লেই তোমরা এ ঘটনা জানতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা সেখানে এ ঘটনার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

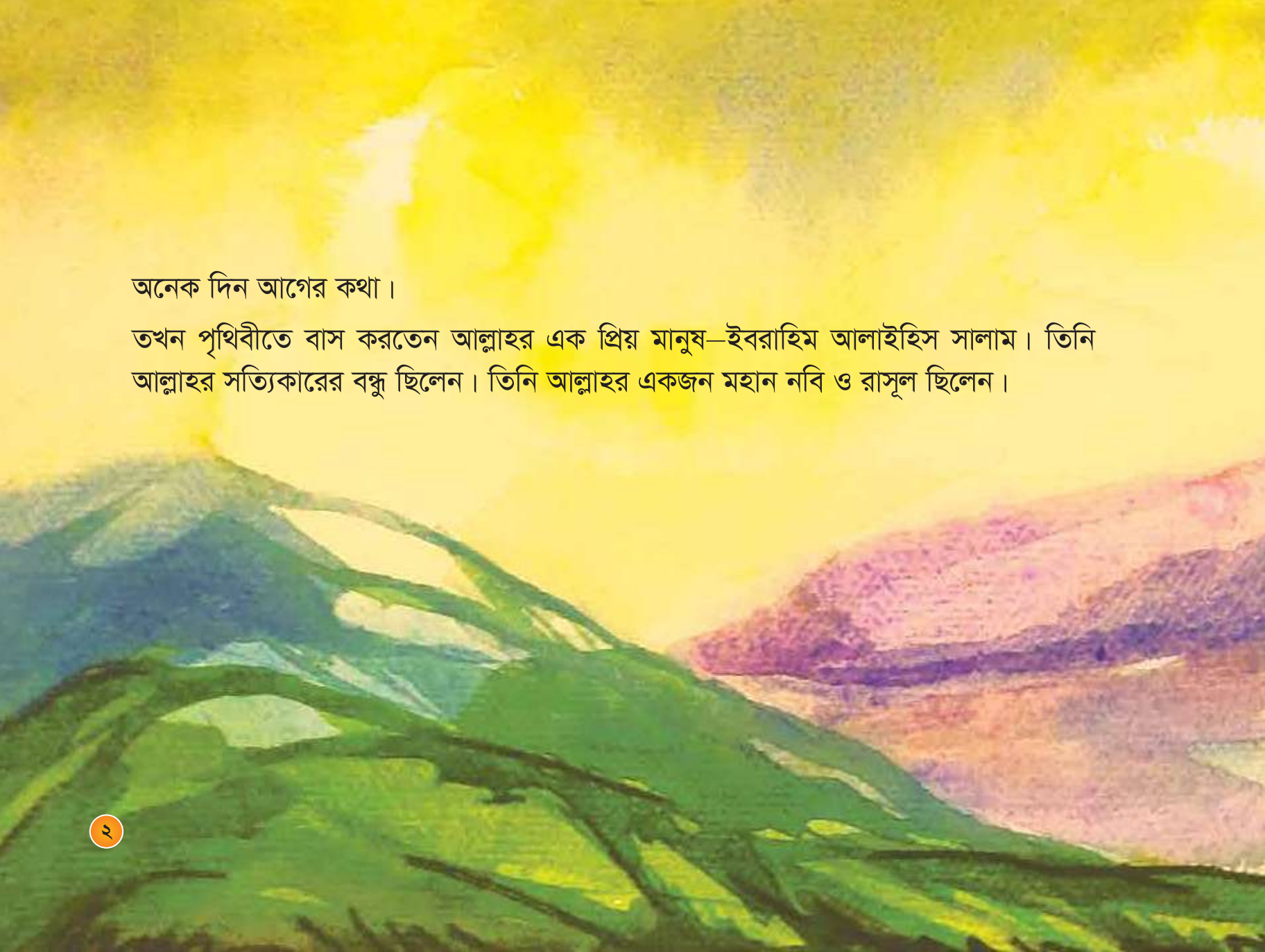

অনেক দিন আগের কথা।

তখন পৃথিবীতে বাস করতেন আল্লাহর এক প্রিয় মানুষ—ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। তিনি আল্লাহর সত্যিকারের বন্ধু ছিলেন। তিনি আল্লাহর একজন মহান নবি ও রাসূল ছিলেন।

একবার ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বললেন—'হে আল্লাহ! আপনি মৃতকে কীভাবে পুনরায় জীবিত করেন তা কি আমায় একটু দেখাবেন?'

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—'আমি মৃত যেকোনো কিছুকে পুনরায় জীবিত করতে পারি—এটা কি তুমি বিশ্বাস করো না?'

‘গল্পে গল্পে আল কুরআন’ সিরিজ-২

# ইয়াসরিবের অধিবাসীরা

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

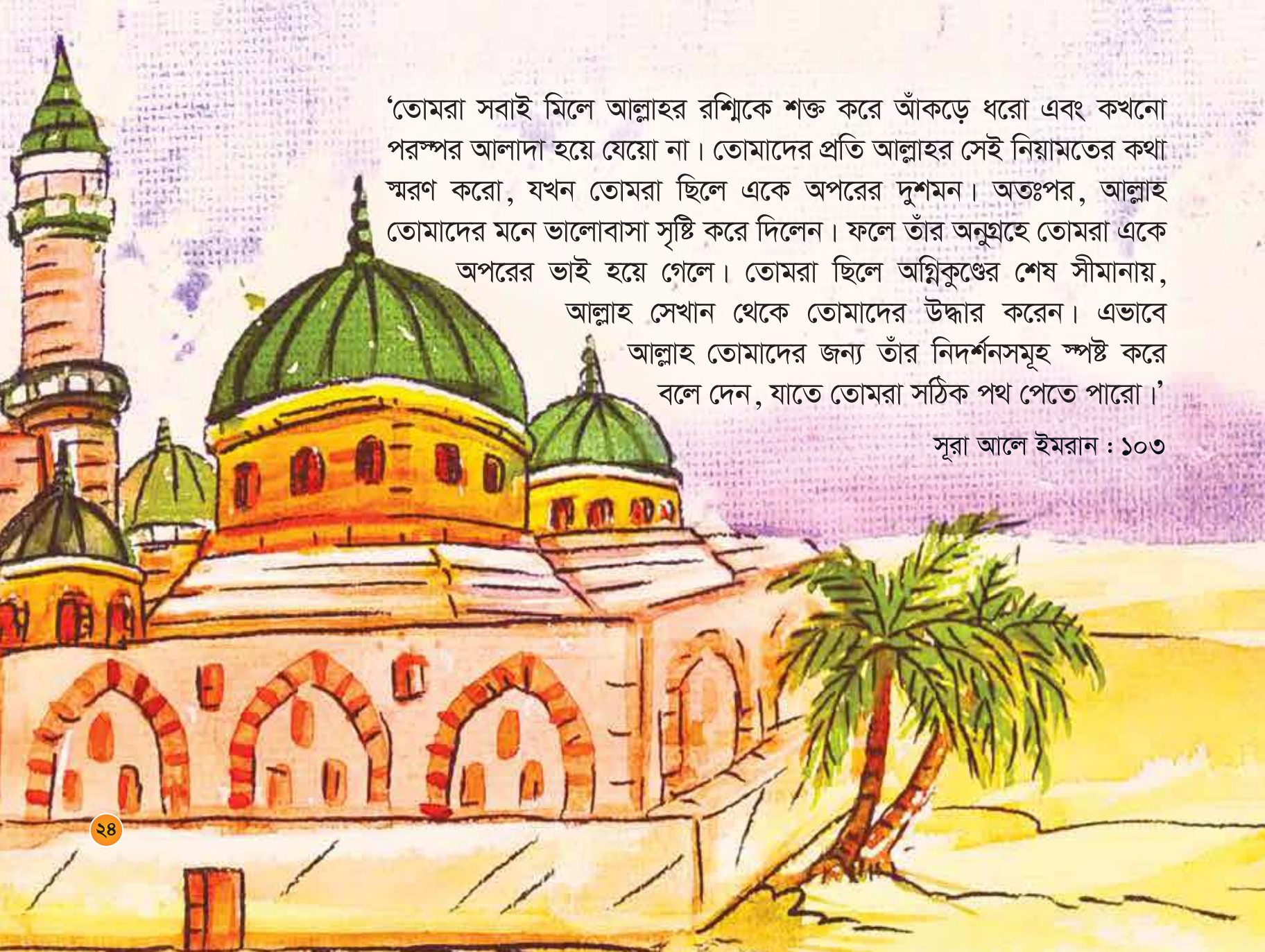

‘তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশ্মিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর আলাদা হয়ে যেয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে একে অপরের দুশমন। অতঃপর, আল্লাহ তোমাদের মনে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা একে অপরের ভাই হয়ে গেলে। তোমরা ছিলে অগ্নিকুণ্ডের শেষ সীমানায়, আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদের উদ্ধার করেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে বলে দেন, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পারো।’

সূরা আলে ইমরান : ১০৩

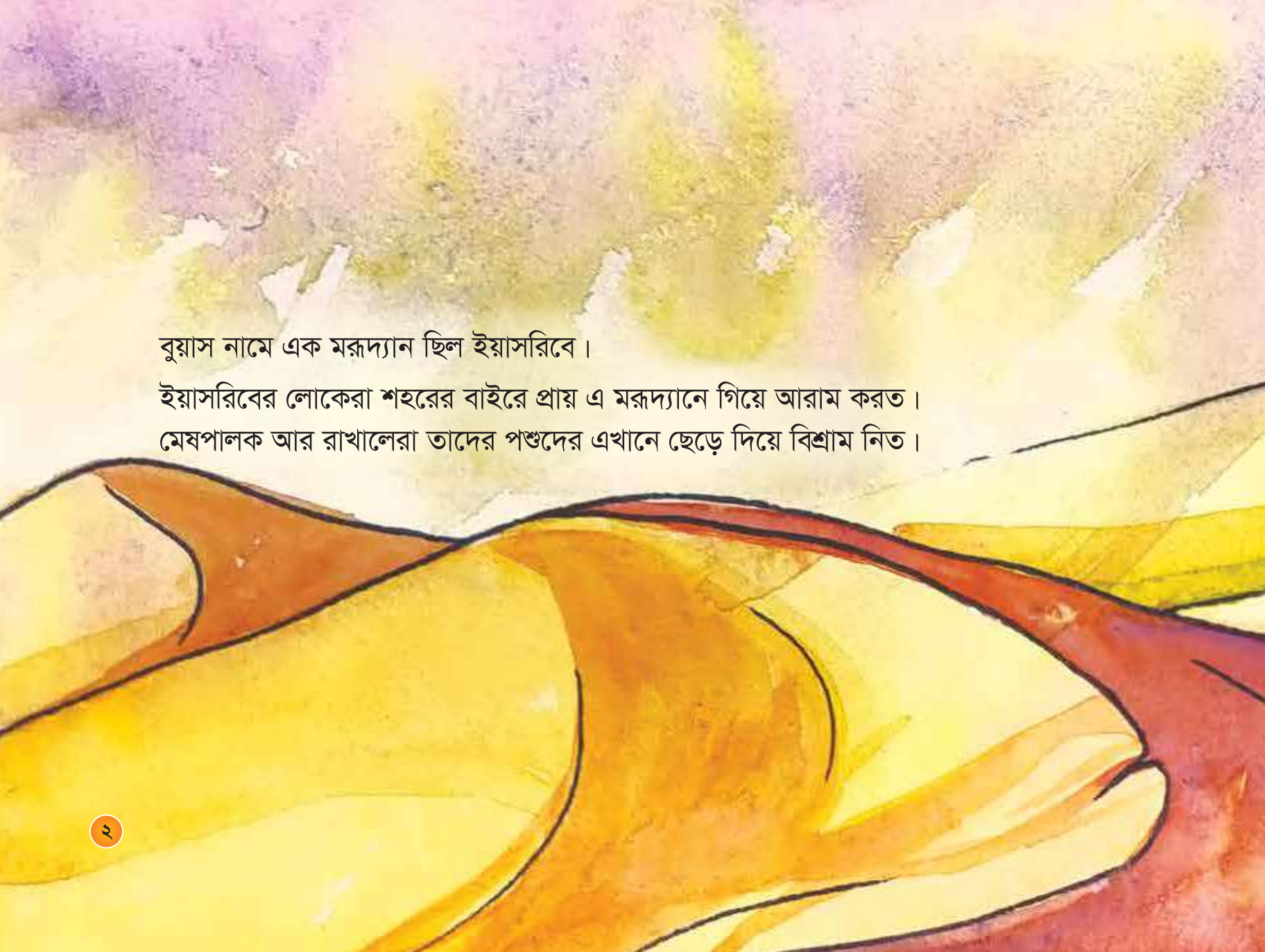

বুয়াস নামে এক মরূদ্যান ছিল ইয়াসরিবে।

ইয়াসরিবের লোকেরা শহরের বাইরে প্রায় এ মরূদ্যানে গিয়ে আরাম করত।
মেষপালক আর রাখালেরা তাদের পশুদের এখানে ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম নিত।

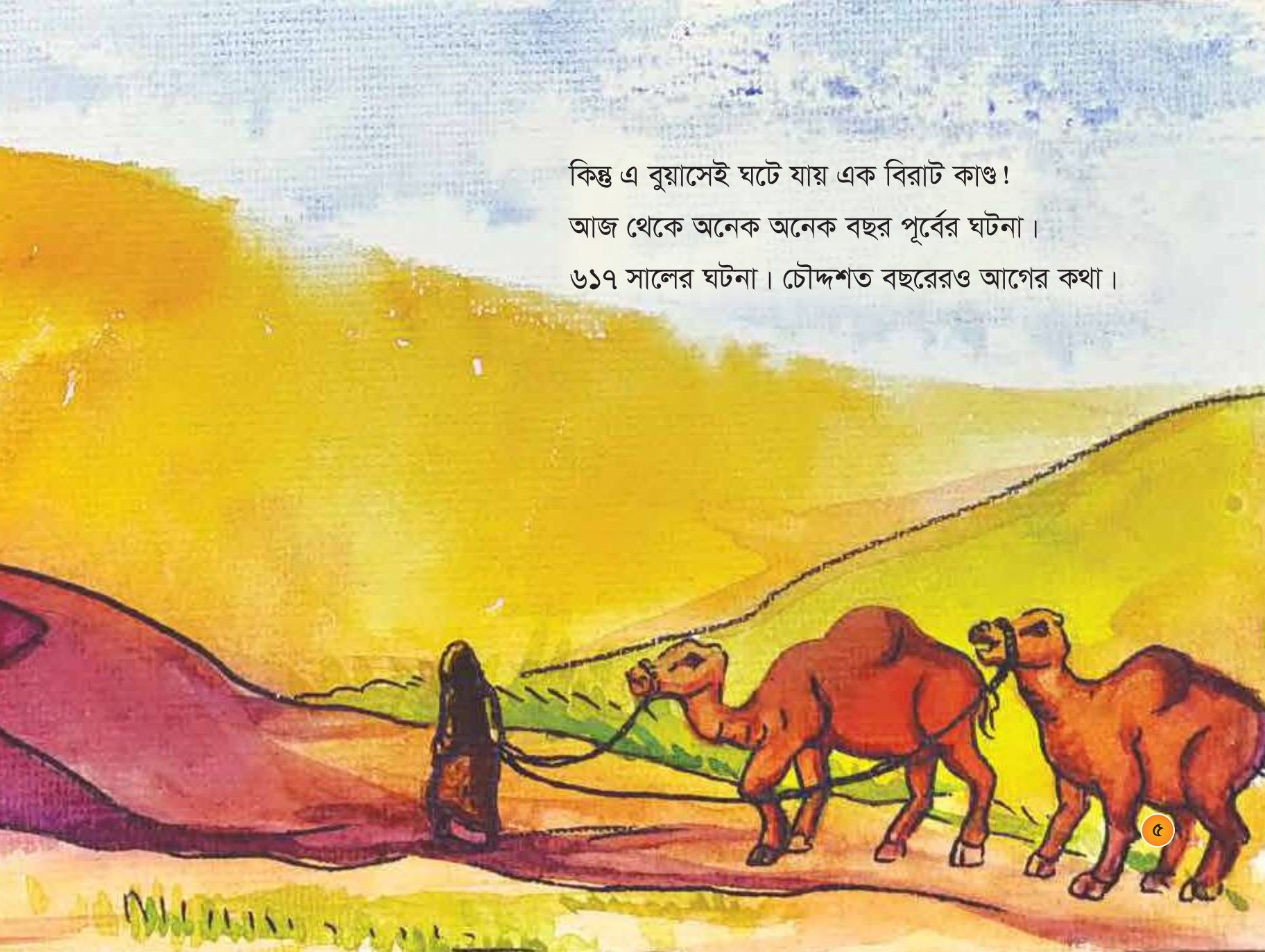

কিন্তু এ বুয়াসেই ঘটে যায় এক বিরাট কাণ্ড!

আজ থেকে অনেক অনেক বছর পূর্বের ঘটনা।

৬১৭ সালের ঘটনা। চৌদ্দশত বছরেরও আগের কথা।

'গল্পে গল্পে আল কুরআন' সিরিজ-৩

# মৃত্যুপুরীতে একশো বছর

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

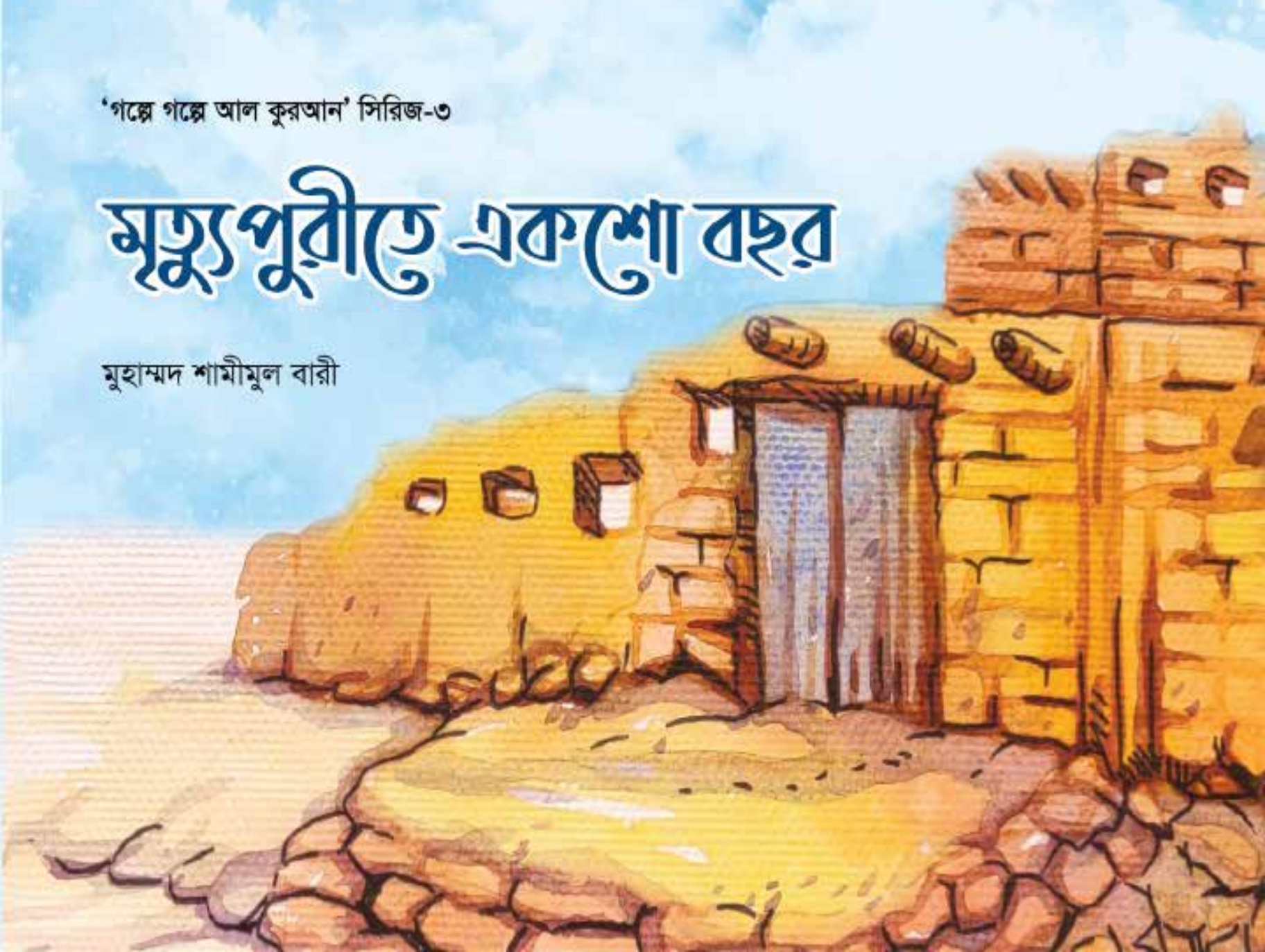

হাজার হাজার বছর আগের ঘটনা।

আল্লাহর এক প্রিয় বান্দা সফরে বের হলেন। সাথে কিছু খাবার ও পান করার জন্য মশকভর্তি পানি নিলেন। মশক হলো পানি বহনের চামড়ার ব্যাগ। সঙ্গে ছিল তার প্রিয় গাধাটি। গাধায় চড়ে তিনি বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘুরতে ঘুরতে একটি এলাকায় এসে থমকে দাঁড়ালেন।

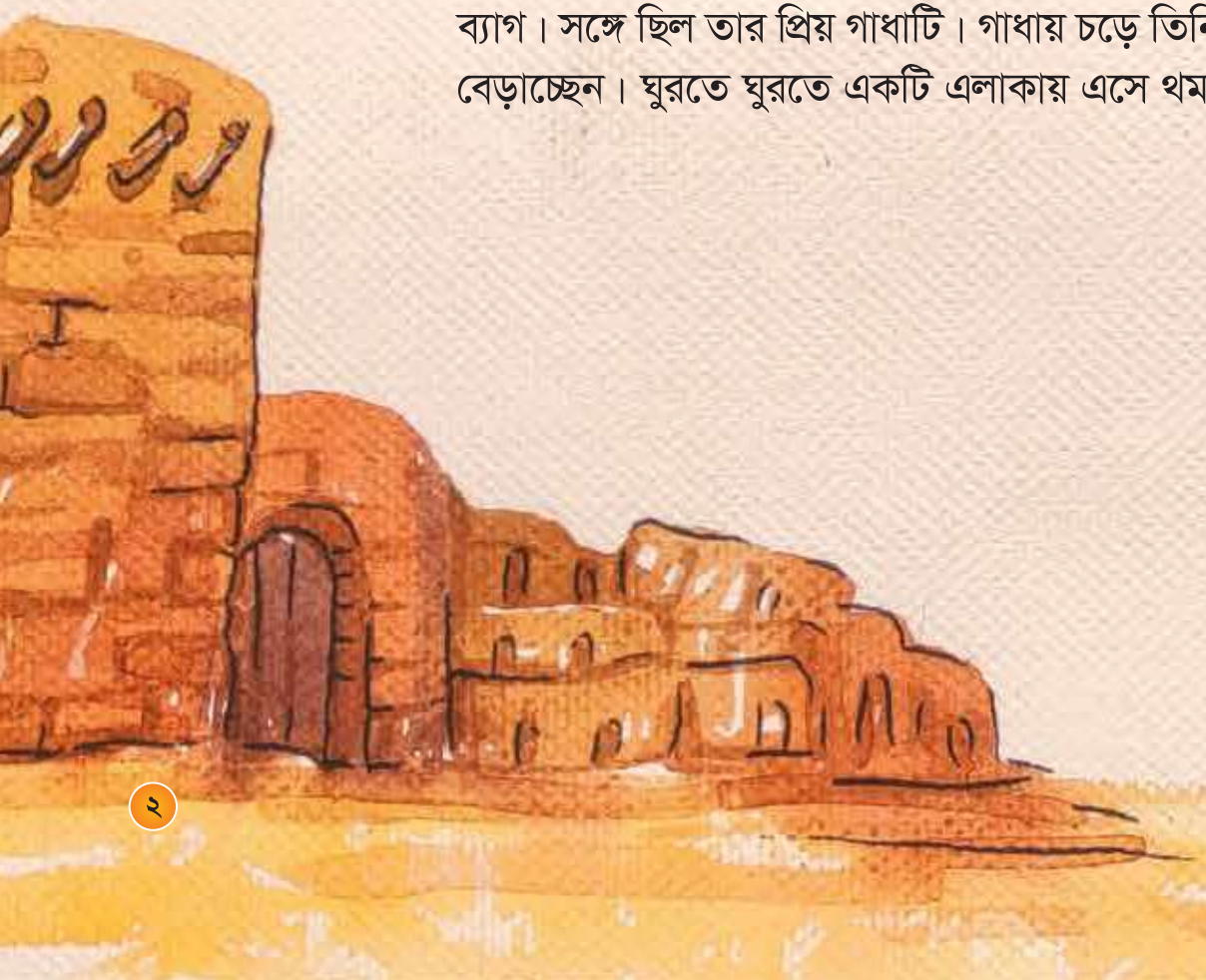

এলাকাটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বাড়িঘর, রাস্তা-ঘাট, দোকান-পাট সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে আছে। কোনো মানুষজন নেই। এখানে-ওখানে মৃত মানুষের হাড়গোড়, কঙ্কাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। লোকটি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—'এই মৃত জনপদটিকে আল্লাহ তায়ালা কীভাবে আবার জীবিত করবেন?'

আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই প্রিয় বান্দার কথা শুনলেন। তিনি লোকটিকে সাথে সাথে দেখাতে চাইলেন, আল্লাহ তায়ালা কীভাবে কোনো মৃতকে পুনরায় জীবিত করতে পারেন। তিনি তো সব মানুষকে একদিন জীবিত করেই হাশরের ময়দানে তুলবেন। তাই তিনি দুনিয়াতেই এর একটি নজির দেখাতে চাইলেন। আল্লাহ তায়ালার কাছে সবকিছুই সম্ভব।

‘গল্পে গল্পে আল কুরআন’ সিরিজ-৪

# কারুনের ধন

মুহাম্মদ শামীমুল বারী

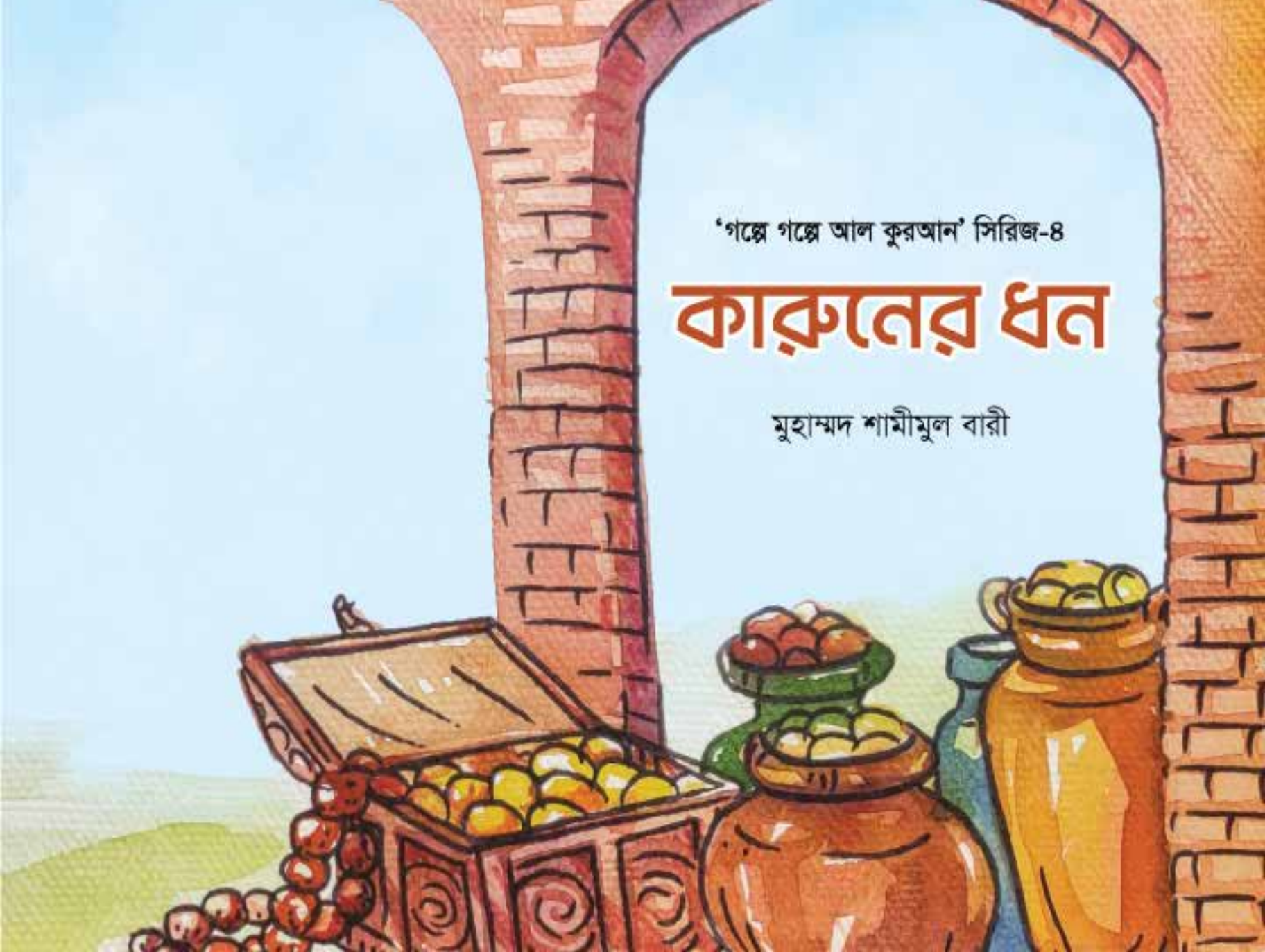

আসলে প্রকৃত সফলতা তো পরকালের সফলতা। তারাই সেখানে সফল হয়, যারা আল্লাহর পথে চলে, দুনিয়ায় বড়াই করে না, অহংকার দেখিয়ে চলে না এবং মারামারি-হানাহানি করে না। এরাই মুত্তাকি। এদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

সূরা আল কাসাসের ৭৬ থেকে ৮৩ নম্বর আয়াত পড়লে তোমরা সরাসরি কুরআনের মধ্যেই এ ঘটনা খুঁজে পাবে।

কারুন ছিল মস্ত বড়ো এক ধনী লোক। তার সময়ে সবচেয়ে বড়ো ধনী ছিল সে।

কারুনের ধন-সম্পদ যেসব ঘরে ও সিন্দুকে রাখা হতো, সেসব ঘর আর সিন্দুকের চাবি বহন করতে সত্তরজনেরও বেশি শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন হতো। তাহলে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ জমা করে রাখার জন্য কারুনের কত হাজার হাজার ঘরবাড়ি, সিন্দুক থাকতে পারে–তা কি কল্পনা করা যায়?

কারুন ছিল ইসরাইল বংশীয়দের একজন। সে ছিল আল্লাহর প্রিয়নবি মুসা আলাইহিস সালামের চাচাতো ভাই। ধন-সম্পদের মোহে সে হয়ে উঠেছিল চরম অহংকারী ও অবাধ্য। আর ছিল একদম হাড়কিপটে। এক কানি পয়সাও কাউকে সে দান করতে চাইত না। কেউ কিছু চাইতে এলে ধাক্কা দিয়ে প্রাসাদ থেকে বের করে দিত।

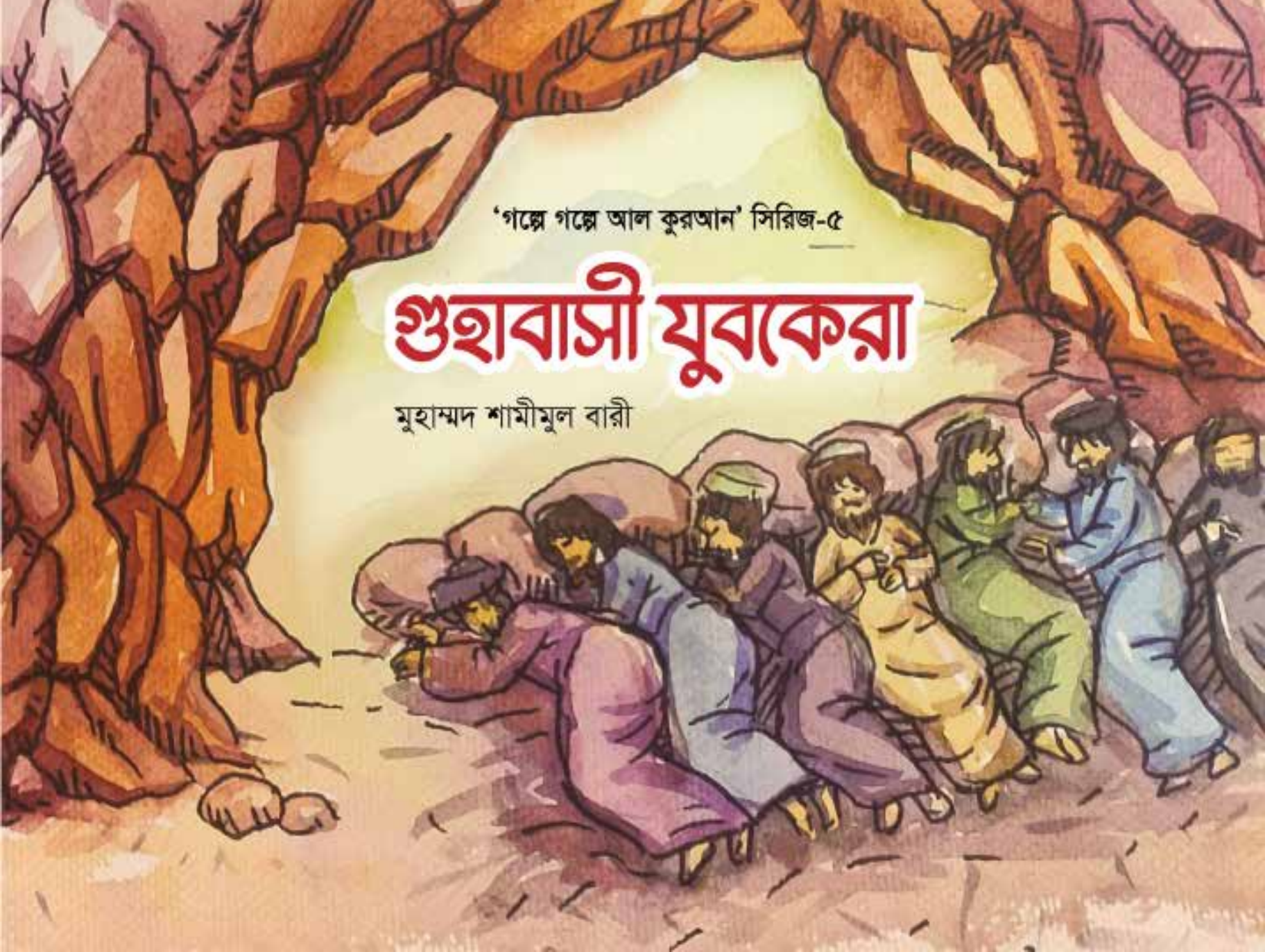

‘গল্পে গল্পে আল কুরআন’ সিরিজ-৫
গুহাবাসী যুবকেরা
মুহাম্মদ শামীমুল বারী

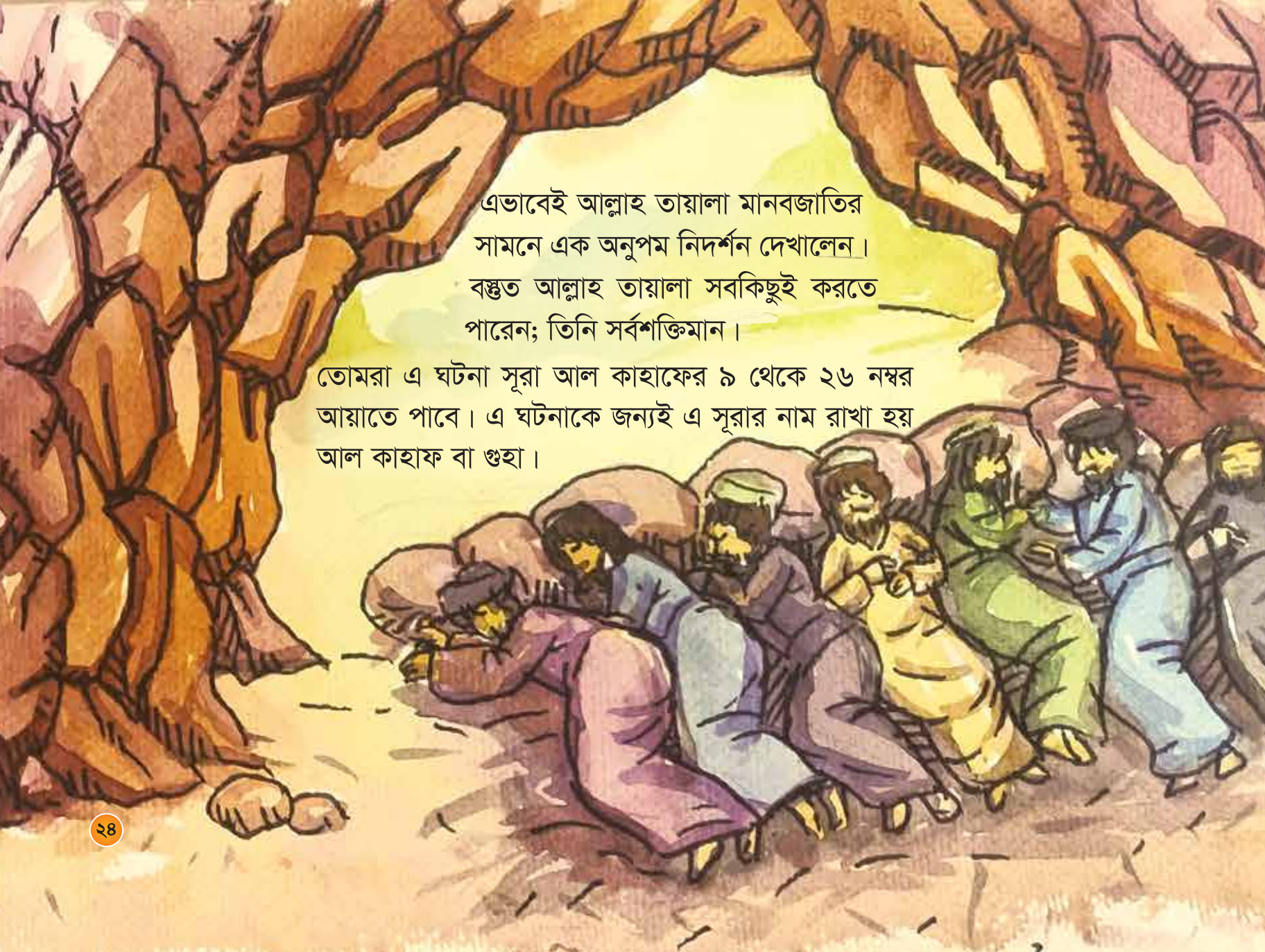

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির সামনে এক অনুপম নিদর্শন দেখালেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই করতে পারেন; তিনি সর্বশক্তিমান।

তোমরা এ ঘটনা সূরা আল কাহাফের ৯ থেকে ২৬ নম্বর আয়াতে পাবে। এ ঘটনাকে জন্যই এ সূরার নাম রাখা হয় আল কাহাফ বা গুহা।

অনেক অনেক বছর আগের কথা। তখন রোম দেশের তয়তুস শহরে দাকিয়ানুস নামে এক অত্যাচারী শাসক ছিল। সময়টা ছিল ঈসা (আ.)-এর আগমনের কিছুকাল পরের। দাকিয়ানুস ছিল একজন মূর্তিপূজক। এক আল্লাহর প্রতি ঈমানদার কাউকে পেলেই সে চরম নির্যাতন করত; এমনকী হত্যাও করত!

কয়েকজন সাহসী যুবক দাকিয়ানুসের এমন অত্যাচারের তীব্র বিরোধিতা করে জনগণের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকে।

যুবকদের কথা দাকিয়ানুসের কানে যায়। এতে সে ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে যুবকদের নিকট খবর পাঠায়—'হয় তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ছাড়বে, নাহয় আমি তোমাদের হত্যা করব।'

যুবকরা এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনায় অটল থাকে এবং লোকালয় থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করে।